ক্রন্দন

(একাঙ্ক নাটক)

ক্রন্দন

রচনা – মৃণাল দত্ত

ক্রন্দন

পূর্বাভাস

ছোট্ট পরিবারের স্বপ্নের কাহিনী । পরিবারের স্ত্রীর স্বপ্ন ছিল নাচ । নাচে পারদর্শী হবে সে মাতিয়ে দেবে দর্শকদের এক কথায় সে যেমন নাচকে ভালবাসতো তেমনই র দর্শকদের খুশি করা দর্শকদের মনে উৎসাহ এনে দেওয়া তার স্বপ্ন ছিল ।

পরিবারের স্ত্রীর স্বপ্নকে নিজের মত করে সাজাতে চেয়েছিল তারই স্বামী । একনি ভাবেই এগিয়ে চলেছিল তাদের জীবন । তাদের একমাত্র কন্যা রূপাও মায়ের মত স্বপ্ন বেঁধেছিল মনে । সবার উৎসাহে সেও এগিয়ে চলে সমান তালে । স্কুলে শিক্ষক–শিক্ষিকা তথা ছাত্র–ছাত্রীদের কাছে রূপা সবার প্রিয় ছিল – নাচে তথা শিক্ষায় এবং মিষ্ট ব্যাবহারে ।

মায়ের আদরের মেয়ে যে মায়ের দেখা স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে চলেছিল, একদিন হঠাৎ তার সব স্বপ্ন থমকে দাঁড়ায় । হারিয়ে যায় তার মা – তার স্বপ্নও । কোন এক নাচের অনুষ্ঠানেই মায়ের মর্মান্তিক মৃত্যু হয় । তারই বেদনায় সবই স্থম্ভিত হয়ে যায় । এমনকি বাড়িতে নাচের আলোচনা বা নাচ করা নিষিদ্ধি । এছিল রূপার বাবার হুকুম । এ নিয়ে শুরু হয় না না অঘটন । কোথায় এর শেষ তা ভবিতব্যই জানেনে । তবে কোন একদিন কোন ঘটনা–ঘটনে হবে এর সমাধান এটা ছিল দাদুর বিশ্বাষ । তারই অপেক্ষায় রইলাম আমরাও ।

****

ক্রন্দন

চরিত্রলিপি

নীল	রূপার বাবা
সত্য	রূপার দাদু
বিদু	রূপার বাড়ির কাজের ছেলে
পুলিশ	পুলিশ অফিসার

এবং

রূপা	ছাত্রী
পরমা	রূপার মা (মৃতা –অশরীরিনী)

ক্রন্দন

(সময় সন্ধ্যা । মঞ্চ ফাঁকা । নীলের বাড়ির একটা ঘরের দৃশ্য । ঘরের এক কোনে একটা ছোট খাট-বিছানা ।বিছানার উপর রাখা স্কুল ব্যাগ । নেপথ্যে শোনা যায় রবীন্দ সংগীত- 'মন মোর মেঘের সঙ্গী উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে নীঃসীম শূন্যে শ্রাবণ বর্ষণ সঙ্গীতে ...'। এমন সময় হঠাৎ মঞ্চের আলো নিভে যায় , স্তব্দ চারিদিক । নেপথ্য থেকে রুপা উত্তেজিভত ভাবে বিদূষককে ডাক থাকে)

নেঃ রূপা বিদু - বিদূষক আলো নেই কেন ? তাড়াতাড়ি দেখ -। আমি বাথরুমে - আমি -

(অন্ধকার ঘরে প্রবেশ করে সত্য । অন্ধকারে সে একটু একটু করে এগিয়ে যায়)

নে : রূপা আঃ - (আর্তনাদ শুনে সত্য ভীত ভাবে থমকে দাঁড়ায়)

সত্য কে ঃ ! ... সেই আর্তনাদ ! তবে কি --(ভীত ভাবে ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনে এগিয়ে যায়)

সত্য সেদিন এমনি ভাবে আলো নিভে গিয়েছিল । চারিদিক তখন অন্ধকারে ঘেরা । তারপর -তারপর এক ভয়াভয় আর্তনাদ । ওঃ কি ভয়ঙ্কর । ক্ষতবিক্ষত দেহ, রক্তে-রক্তাক্ত সর্বত্র । ওরা নির্মম , ওরা নিষ্ঠুর । ওরা ব্রুটাসের চেয়েও বর্বর । ওরা সব কেড়ে নিয়েছে - ওদের ক্ষমা করা যায় না -

(এমন সময় রূপা তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে প্রবেশ করে । ঠিক সে মুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে । সত্য তড়িঘড়ি করে চোখের জল মোছে । চোখ মুছতে মুছতে রূপার দিকে দৃষ্টি যেতেই সে বিচলিত ভাবে প্রস্থান উদ্দ্যত হয়)

রূপা দাঁড়াও - (সত্য চকিত ভাবে দাঁড়ায়)

রূপা একা একা কার সাথে কথা বলছিলে

সত্য কই কারো সাথে নয়তো

রূপা সদাইতো বল তুমি অটুট তবে আজ কেন ভেঙ্গে পরেছ ?

সত্য কে বলেছে - এই তো আমি এখনও অটুট

রূপা তাহলে চোখে জল কেন ?

সত্য কই না তো

রূপা মার কথা ভুলে গেলে । মা বলত- ' ক্রন্দন .....

সত্য -ক্রন্দন পুরুষের শোভা নয়

রূপা কথাটা এখনও মনে আছে

সত্য এ কথা কি ভোইতালা যায় । তইতো তার কথা মনে পড়তেই তো মনটা বেদনায় ভরে যায়

রূপা ওঃ বুঝেছি । তাই তোমার চোখে জল । গোপনে চোখের জল না ফেলে পার না অত্যাচারের বিরোধীতা করতে । পার না নিজেকে একটু বদলাতে । পার শুধু গোপনে চোখের জল ফেলতে - ক্রন্দন করতে । তবু সত্যকে স্বীকার করতে লজ্জা পাও

সত্য কোন কথার কি মানে করিস কে জানে । তোর বাবা শুনলে -

রূপা কি বললে ! বাবা ! বাবা তোমায় কিছু বলেছে !

সত্য কই না তো

রূপা দাদুভাই , আসলটাকে কেন গোপন কর -

সত্য আসল নকলের কি আছে

রূপা আমি লক্ষ্য করেছি আজকাল তুমি প্রাইয়ই চোখের জল ফেল । বল ঠিক কিনা ?

সত্য ও তুই ভুল দেখেছিস । আসলে -

রূপা আসাল আসলটাকে লোকাতে গিয়ে ধরা পড়ে যাও তাই না ? দাদুভাই যুগ বদলে গেছে । এক

গালে চড় খেলে এখন আর অন্য গাল কেউ এগিয়ে দেয় না, বরংচ মেরে আসে । তোমাকেও তেমনটি হতে হবে

সত্য এই দেখ তুই আজকাল আবার খুব শাসন করিস

রূপা ও বুড়ো - কথাটা কেন সহজে বদলে দিলে

সত্য বুড়ো কাকে বললি আমি - আমি এখনও অটুট -

রূপা সেই ভরসাতেই তো আছি । একদিকে বাবার নিষেধাজ্ঞার পর নিষেধাজ্ঞা , অন্যদিকে মায়ের স্নেহের অভাব । একমাত্র তোমার স্নেহ তোমার মমতা নিয়ে তো -- নইলে -

সত্য অনেক্ষণ হল এসেছি - ওদিকে হয়ত আবার খোঁজ পড়েগেছে । তাড়াতাড়ি নীচে আয় আর দেরী হলে তোর বাবা রাগ করবে

রূপা তুমি যাও আমি আসছি

সত্য বেশ তাই যাই

রূপা তবে নো ক্রন্দন - ওকে

সত্য যো হুকুম - (সত্য ম্লান হেসে বিদায় নেয়)

রূপা মা গো তুমি কেন নেই -আমি যে আর সইতে ..... (দেয়ালের দিকে দৃষ্টি যেতেই চমকে যায়)-একি -

(ক্ষিপ্তভাবে তোয়ালেটা বিছানার উপর ছুরে মারে । উত্তেজিত ভাবে বিদূষককে ডাকে)

রূপা বিদূ -বিদূষক - এই বিদূ -

(হন্তদন্ত হয়ে প্রেবশ করে বিদূষক)

বিদূ (ম্লান হেসে)- এইতো এসেগেছি- বল কি করতে হবে

রূপা একেবারে দন্ত বিকশিত করে আবির্ভাব - মনে হয় খুশির খাজানা পেয়েছিস

বিদূ পেয়েছিতো

রূপা কি ! আজকাল গাঁজাও খাস নাকি !

বিদূ ছিঃ । কি যে বল। আসলে খুশির খাজানা পেয়েছি তাই খুশিতে...। শোন -আজ দুপুরে তোমার বাবা বাড়ি থাকবে না

রূপা তুই কি করে জানলি

বিদূ আমি নিজের কানে শুনেছি । আজ দুপুরে তুমি মন খুলে নাঁচবে । কেউ বাধা দেবার থাকবে না। কি খাজানা পেয়ে তুমি খুশি তো ?

রূপা বাবাকে ভরসা নেই - বলে এক করে এক

বিদূ এই জন্যইতো উনাকে আমি - (রূপা কটাক্ষ ভাবে বিদূর দিকে চায় । বিদূ প্রসঙ্গ বদলায়)

বিদূ ওকে ঃ- ঠিক আছে - এবার বলতো ডাকলে কেন ?

রূপা দেওয়ালে মায়ের ফটোটা নেই কেন ?

বিদূ ফটোটা ..... মানে ওই ফটোটা - যাঃ (ভাবুক মনে এদিক ওদিক চেয়ে) আমি - ওইতো টেবিলে উল্টো করে রাখা আছে -- (বিদূ ফটোটা নিয়ে রূপার দিকে এগিয়ে ধরে)

রূপা ফটোটা ছিল দেওয়ালে টেবিলে এল কি করে ! তাও উল্টো করে রাখা । কার কাজ এটা-

(কথার খেইধরে প্রবেশ করে নীল)

নীল আমার কাজ -

রূপা বাবা তুমি ! তুমি ফটোটা ওখানে অমন ভাবে রেখেছ !

নীল হ্যাঁ । আমি রেখেছি । কারণ ফটোটাকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রয়োজন -

রূপা আমার ঘর থেকে মায়ের ফটোটা সরিয়ে দিতে চাও !

নীল ঠিক ধরেছ । কারণ আজকাল তুমি তোমার মায়ের স্মরণে বেশী উতলা হেয় উঠছ - ফলে তোমার পড়াশোনার ফল সন্তুষ্ট জনক হচ্ছে না । আর আমি সেটা চাই না। আমি চাইনা তুমি সব সময় মা মা করে বেশী উদাস হও। আমি চাই তুমি -

রূপা মায়ের কথা মন থেকে মুছে ফেলি

নীল বিদূ তুই এখন নীচে যা

বিদূ হ্যাঁ তাই যাই -

(বিদূষক বিদায় নেয়)

নীল আমি চাই না তুমি আমার কথার অবাধ্য হও । এবার তাড়াতাড়ি করে নীচে এস , আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব

(নীল প্রস্থান উদ্দ্যত)

রূপা তুমি আমার কথার উততর দিলে না

নীল বাবা হয়ে মেয়েকে যেটুকু বল প্রয়োজন ততটাই বলা হয়েছে । এর বেশী আশা কোরনা । আর বিলম্ব না করে নীচে এস

(নীলের প্রস্থান । রূপা রাগান্বীত ভাবে নীলের প্রতি চেয়ে থাকে ।এরপর টেবিলের দিকে এগিয়ে গিয়ে মায়ের ফটোটা হাতে নিয়ে ভাবুক হয়ে চেয়ে থাকে । গোপন ভাবে প্রবেশ করে বিদূ ।)

বিদূ রূপাদিদি -

রূপা তুই !

বিদূ হ্যাঁ । কেউ জানে না আমি তোমার এখানে এসেছি

(রূপা মায়ের ফটোটার দিকে বিভোর হয়ে চেয়ে থাকে)

বিদূ কি ভাবছ রূপা দিদি । - মায়ের কথা ? মায়ের জন্য মনটা খারাপ হয় তাই না । হবেইতো শতহোক মা-সন্তানের সম্পর্ক , এযে গভীর মমতার বন্ধন । আমিও আমার মাকে খুব ছোট বেলায় হারিয়েছি -তাই মাকে অল্প মনে আছে -

রূপা তোর এ গপ্প অনেক শুনেছি । তুই এখন যা বিদূষক -

বিদূ আঃ ওই নামে ডাকবে না তো

রূপা কেন ?

বিদূ ও নামটা মায়ের দেওয়া । ও নামে মাই-ই ডাকত ।হলে ব ওই নামে ডাকলে মায়ের কথা মনে পড়ে । মায়ের কথা মনে হলে বড় দুঃখঃ হয় । তোমাদের কাছে আমি শুধু বিদূ আর ওই নামেই ডাকবে

রূপা বেশ বিদূ বাবু এবার আপনি যান -

বিদূ তোমার দুখে সঙ্গী হতে এলাম আর আমাকেই বলছ যেতে । একমাত্র আমিই এই আমিই তোমার পাশে থাকি

রূপা আস্তে বল

বিদূ (আস্তে বলে)- আসলে তুমি দূখী হলে আমিও দূখী হই । তোমার মত আমিও যে মা হারা । মাকে হারন যে কত বেদনা সে আর -

রূপা বিদূ এখন যা আমাকে বিরক্ত করিস না

বিদূ ঠিক আছে এক মাঘে শীত যায় না - এই বলে দিলাম

(বিদূ প্রস্থান উদ্দ্যত হয়ে আবার দাঁড়িয়ে কিছু বলতে গেল রূপা তাকে বিরক্তির সাথে বলে)

রূপা (উত্তেজিত ভাবে) বিদূষক আমি একা থাকতে চাই -

(বিদূ দ্রুত প্রস্থান করে । রূপা মায়ের ফটোটার দিকে ভাবুক মনে চেয়ে থাকে । এরপর অভিমানের সাথে দ্রুত বিছানায় গিয়ে বসে ।)

রূপা মা গো এখন থেকে তোমাকে স্মরণ করাও নিষেধ - এটা বাবার নতুন হুকুম । নাচতে মানা, গানেতে মানা । এমন অত্যাচার । কি নিয়ে বাঁচব বলতে পার । আই হেট দিস -আই .....

(রূপা বলতে বলতে বালিশ চাপা দিয়ে মুখ লুকায় । এমন সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়ায় সত্য)

সত্য দিদিভাই - রূপা দিদিভাই -

(রূপা চকিত ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে বসে । আঁড়াল করে চোখের জল মোছে। সূত্য ধীরে ধীরে রূপা কাছে রূপার কাছে এগিয়ে যায়)

সত্য কি ব্যাপার সেই কখন স্কুল থেকে এসেছ তবু এখনও নীচে এলেনা -নিশ্চয় তোমার ---

রূপা (ব্যস্ততার সাথে বলে) না না মন খারাপ নয় । মায়ের কথাও ভাবছিলাম না । এই দেখ -এই দেখ আমার চোখ মুখ দেখ

সত্য আমিতো এত প্রশ্ন করিনি দিদিভাই

রূপা কথায় কথায় তো ওই একটাই কথা বল ।তোমাদের ধারনা আমি সব সময় মায়ের কথা ভেবে মন খারাপ করে থাকি

সত্য তোমার নিজের কথায় নিজেই ধরা দিচ্ছ

রূপা কি কথা - শুনি । তোমরা সব জান

সত্য তোমার চোখের অশ্রুরেখাও কিছুটা তারই প্রমান করে -

রূপা (তড়িঘড়ি করে চোখ মোছে) কি আছে - কৈ । সব জান সব বোঝ কিন্ত আসলটাই বোঝ না

সত্য বুঝিরে মা । আমি নিজেই যে মাঝে মাঝে বেসামাল হয়ে যাই - তুই তো ছেলেমানুষ ।

রূপা এতে কথায় মন ভরে না দাদুভাই -

সত্য এরই নাম যে মায়ারে মা । সংসারটা যে তারই জালে আবদ্ধ । কিন্তু তাই বলে থেমে থাকলে কি চলবে ?

রূপা (বিরক্তির সাথে) নাচতে পারবো না ।মৃত মায়ের স্মরণ করা যাবে না ।এমনকি শান্তিতে কাঁদতেও পারব না

সত্য সেই ক্রন্দন - যার তুমি বিরোধ কর -

রূপা মাঝে মাঝে আমিও যে পরাস্থ হয়ে যাই -দাদুভাই

সত্য আসলে কি জান ক্রন্দন কেউ চায় না কিন্তু হয়ে যায় । কারণটা হল পরিস্থিতির কাছে পরাস্ত হয়ে যাই । তাইতো আমরা দূখে কাঁদি আবার খুশিতেও কাঁদি -

রূপা আচ্ছা দাদুভাই আমি কি আর কোন দিন নাচতে পারব না ?

সত্য (চকিত ভাবে) এ্যাঁ - হ্যাঁ । কেন পারবে না । নিশ্চয়ই পারবে - আলবাৎ পারবে

রূপা আজ আমার স্কুলের বড় দিদিমনিও বলছিল আবার নাঁচ শুরু করতে

সত্য তুমি কি বললে

রূপা নাঁচ আমাদের অভিশাপ

সত্য দিদিভাই !

রূপা বাবা তো তাই বলে

সত্য আমি মানি না

রূপা বাবা মানে

সত্য সেটা তার ভুল

রূপা পারবে তার প্রতিবাদ করতে ?..... প্রশ্ন ওঠেই না কারণ বাবার হুকুমই সবার উর্দ্ধে -

সত্য ঠিক তার হুকুম সবার উর্দ্ধে

রূপা মা বলতো - নৃত্য এক সাধনা । আর সাধনা হল পূজো -শিল্পকলার পূজো ।

সত্য বলতো - জান বাবা - নাচ শুধু নাচ নয় । এতে শরীর মন দুই এর মিলন ঘটে । আর সে মিলনে হয় সাধনার সঙ্গম । সে সঙ্গমে ভাসিয়ে নেয় মানুষের মনকে । সেটাইতো তার পূজা , এটাই সত্য -

রূপা তবে কেন বাবা এর বিপরীত । কেন বাবার এমন নিষ্ঠুর নির্দেশ -কেন নাচের প্রতি তার প্রতিবাদ ?

সত্য প্রতিবাদ নয় এটা তার --

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে নীল)

নীল তর্ক করা আমার পছন্দ নয় । এ কথা আমি আগে বহুবার বলেছি

সত্য এটা তর্ক নয় নীল

নীল তবে কি ?

সত্য ওটা ওর মনের জিঘাংষা

নীল আপনার চিন্তাধারা প্রবীন । বয়স হয়েছে এখন থেকে নিজের কথা ভাবুন

সত্য মা হারা মেয়েটার কথাও একটু ভাবতে হয় । তার সখ -

নীল তার সখ মানে তো ওই নাচ

সত্য সেটা তার মায়ের আশীর্বাদ

নীল (উত্তেজিত ভাবে) - স্টপ্ ইট - (সত্য করুণ ভাবে রূপার দিকে চেয়ে থাকে)

নীল আমি বহুবার বলেছি আজও বলছি - এ বাড়িতে নাচ হবে না -আর নাচ নিয়েও কোন আলোচনা নয়

সত্য নীল !

নীল আর কোন অনাসৃষ্টি হতে দিতে আমি রাজি নই । এটা আমারা শেষ কথা ।- অনেক দেরী হয়েগেছে এবার নীচে এস । তোমার সাথে আমার কথা আছে

রূপা তুমি দাদুভাই এর সাথে খারাপ ব্যাবহার করলে কেন ?

নীল এটা আমার নিষেধাজ্ঞার প্রত্যুত্তর নয়

রূপা যে শাসনে মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে সেমন কেমন শাসন ?

নীল রূপা । এরপর যেন আর কখন অবাধ্য হতে না দেখি । আমি তোমার জন্য অপেক্ষা কর ।বাবা আপনিও চলে আসুন

(নীলের প্রস্থান । রূপানীলের দিকে চেয়ে থাকে । পরমুহূর্তে বিতৃষ্ণার সুরে উত্তজিত ভাবে বলে)

রূপা আই হেট ই - উ

সত্য না দিদিভাই - এটা আমাদের শিক্ষা নয়

রূপা কি তোমাদের শিক্ষা ? নিজেদের সখকে গলা টিপে মারা । আপনজনের স্মৃতি চারন ভুলেও নয় । এই কি তোমাদের শিক্ষা ?

সত্য পিতা শ্রদ্ধার পাত্র ।

রূপা (ব্যাঙ্গাত্বক সুরে) এক লাঞ্ছিত পিতা আর এক পিতার প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছে

সত্য এটা নবীন আর প্রবীনের ভাবধারাআর তফাৎ । এটা মেনে নিতে হয়

রূপা আমাকে বোঝালেও নিজের মনকে বোঝাতে পার কি ?

সত্য তুমি নীচে এস । আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব - (সত্য প্রস্থান উদ্দ্যত)

রূপা দাঁড়াও (সত্য দাঁড়ায় , রূপা সত্যের কাছে যায়) - পালিয়ে বাঁচতে চাও

সত্য যা বলার বলতে পার - আমি শুনছি

রূপা শুধুই কি শুনবে ? কখনও কিছু বলবে না ?

সত্য আমার বলার দিন চলেগেছে

রূপা গোপনে তো চোখের জল মোছ চবু প্রতিবাদ করবে না । পাও না তো নিজের প্রাপ্য সন্মান তবু নীরব থাক । নীরবে নিজেকে কত আর লুকিয়ে রাখবে । বলতে পার ?

(সত্যের চোখে জল দেখা দেয় । সত্য গোপন ভাবে চোখের জল মোছে)

রূপা লোকাতে চেষ্টা করেও চোখের জলটাকে লোকাতে পারলে না দুঃখঃ হয় দাদুভাই তোমার প্রতি দুঃখঃ হয়। প্রেটি ওল্ড ম্যান -

সত্য বাবা বলে আমি নাকি প্রবীন আর মেয়ে বলে প্রেটি ওলড ম্যান

রূপা হ্যাঁ বলি । কারণ আমি অন্যায়কে মেনে নিতে পারি না আর তুমি সেটা কর -

সত্য তোমার সময় হলে নীচে চলে এস । আমি চল্লাম

রূপা তাই কর - সদাই ভীরুর মত পালিয়ে বাঁচ

সত্য বললাম তো আমার বলার দিন শেষ হয়ে গেছে (সত্য প্রস্থান উদ্দ্যত)

রূপা কিন্তু আমার বলার দিন এসে গেছে

(সত্য থমকে দাঁড়ায় - চকিত ভাবে রূপার দিকে চায়)

সত্য মানে !

রূপা (উত্তেজিত ভাবে) বন্ধ ঘরের থেকে মুক্ত হবার প্রতিবাদ - এ বাড়ির শাসনের প্রতিবাদ -

সত্য কিন্তু কেন ? কেন এই শাসন তা কি একবার ভেবে দেখেছ ?

রূপা এটা তার স্বভাব - । তার খামখেয়ালি

সত্য না । এটা এক পরাজিত পুরুষের মানসিক যন্ত্রনার প্রতিকার

রূপা বেশ বললে । পরাজিত পুরুষের মানসিক যন্ত্রনার প্রতিকার - অর্থাৎ -তুমি মায়ের মৃত্যুকে দায়ী করছ ?

সত্য অস্বীকার করতে পার তাকে

রূপা আকস্মাৎ ঘটে যাওয়া যাওয়া একটা ঘটনার জন্য বাকী জীবনের সব কিছু বিসর্জন দিতে হবে -এটা কি ঠিক ?

সত্য ঠিক না বেঠিক সেটা মনের বেদনা বিচার করার অবকাশ দেয় না । .. দিদিভাই -তার মনে যে রয়েছে একরাশ জ্বালা - রয়েছে হতাশা । কারণ ওই তোমার মায়ের মৃত্যু -

রূপা তাতে হার মেনে নিজের জীবনকে তিক্ত করে তুলব ? এই কি সত্য ?

সত্য এক দিন সব সত্যকে তুচ্ছ করে নিজের মনের চাওয়া-পাওয়ার শিখরে পৌছতে চেয়েছিল তোমার বাবা । কেন জান ? শুধু তোমার মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে । কিন্তু কি পেল জীবনে ? তার প্রিয়ভাজনের মৃত্যু -নিঃস্বংশয় ভাবে হত্যা ? কতিপয় বিশৃঙ্খল লোকের বিকৃত খুশির উন্মাদনায় অপরের সর্বনাশ যারা করে তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করা যায় না

রূপা পালিয়ে থাকাটাও প্রতিকার নয়

সত্য প্রতিকারের বাসনা - পরিবেশ আর পরিস্থিতির দ্বারা চালিত হয় । মানসিক ঘায়েল ব্যাক্তির পক্ষে তা সম্ভব নয় । তাইতো

রূপা তাইতো - ? কি তাইতো ?

সত্য তাইতো তাকে বাঁধা দিই না । মানসিক স্থিতি ঠিক হলেই সে আবার নিজের পথে ফিরে আসবে । আশা করি তোমার মায়ের স্বপ্ন সে তোমার মাধ্যমে পূরণ করবে । এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাষ - । চলি -

(সত্য প্রস্থান উদদ্যত)

রূপা (মর্মাহত ভাবে) -দাদুভাই - আমি আবার নাঁচতে পারব তো !

(সত্য অবাক দৃষ্টে রূপার পানে চেয়ে থাকে)

রূপা হ্যাঁ দাদুভাই । আমি নাঁচতে চাই । নাঁচের ছন্দে ছন্দে হারিয়ে যেতে চাই । হারিয়ে যেতে চাই সবার মাঝে । আর পারছি না । আর পারছি না এই বন্ধ ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকতে । .....দাদুভাই সত্যি করে বলতো আমি কি আর কোন দিন নাঁচতে পারব না ?

(সত্য বিস্ময়ের সাথে রূপার দিকে চেয়ে থাকে । এরপর ভাবুক মনে রূপার দিকে এগিয়ে যায় ।)

সত্য তুমি পারবে

রূপা পারব ! আমি মায়ের মত নাঁচতে পারব !

সত্য হ্যাঁ হ্যাঁ দিদিভাই - তুমি নাঁচবে । এখানেই নাঁচবে - এ বাড়িতেই নাঁচবে

রূপা এই কঠিন বাঁধন বেষ্টনির পরিবেশে

সত্য ইচ্ছা যেথায় উপায় সেথা - তবেই তো সব কাজ সফল হয়

রূপা আমার ইচ্ছা অসীম - প্রয়াস আমার প্রবল

সত্য তবে আর দ্বীধা কিসের । দূর্গমগিরী দূস্তর পারাবার হে , লঙ্ঘিতে হবে যাত্রীরা হুসীয়ার-

রূপা দাদুভাই -

সত্য হে কান্ডারী - আমি আছি তোমার সাথে

(রূপা দ্রুত সত্যের গিয়ে দাদুভাই জড়িয়ে ধরে । সত্য রূপার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে আবেগে বলে)

সত্য নাই নাই ভয় হবেই হবে জয় খুলে যাবে এই দ্বার -

(রূপা অবাক হয়ে সত্যের দিকে চায় । সত্য ম্লান হেসে বিদায় নেয় । সত্য চলে গেলে রূপা খুশির আবেগে গান গায়)

রূপা (গানের সুরে) নাই নাই ভয় হবেই হবে জয় খুলে যাবে দাঁড় - খুলে যাবে -

(নীচের ঘর থেকে নীলের কর্কশ কণ্ঠ ভেসে আসে)

নেঃ রূ -পা -

রূপা এটা নাঁচ নয় - এটা গান

নেঃ নীল আই সেইড স্টপ ইট -

(রূপা বিকৃত ভাব প্রকাশ করে বিছানায় শুয়ে কাঁদে । মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নীভে যায় ।)

(পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে । রূপার ঘরের দৃশ্য । সময় সকাল । পাশের বাড়ি থেকে গান ভেসে আসে । এমন সময় প্রবেশ করে বিদূ)

বিদূ দিদি । রূপা দিদি । যা বাবাঃ এখানেও নেই । এখন উপায় । কত্তা মশাই যদি শোনে যে দিদি ঘরে নেই তাহলেই শুরু হয়ে যাবে তেনার তান্ডব - কোথায় গেছে কেন গেছে - ? জানিনা বললেও বিপদ -জানি বললেও বিপদ । রূপা দিদি - তুমি কোথায় রূপা দিদি ? একবার দেখা দেও । হরি হরি এ যাত্রা উদ্ধার কর -

নেঃ নীল বিদূ - বিদূষক

বিদূ ব্যাস ডাক পড়েছে আর রেহাই নেই - আমি যাই -

(বিদূ প্রস্থান উদ্দ্যত এমন সময় প্রবেশ করে নীল)

নীল দাঁড়া -

(বিদূ ভিত ভাবে থমকে দাঁড়য় ।)

বিদূ যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয় - (নীল সন্দহের দৃষ্টে বিদূর দিকে এগিয়ে যায়)

নীল কি বললি ?

বিদূ বলছিলাম রূপা দিদিকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না

নীল পাওয়া যাচ্ছে না মানে ? কোথায় গেছে ?

বিদূ জানিনা

নীল কেন জানিস না ?

বিদূ এটাই তো সমস্যা

নীল স্যাট আপ্ । তোরা সব এক গোয়ালের গরু

বিদূ সবাই

নীল হোয়াট ?

বিদূ হ্যাঁ বললেও রাগ করেন আবার না বললেও রাগ -

নীল স্টপ্ ইট্ । যাও রূপাকে খুঁজে বের কর

(প্রবেশ করে সত্য)

নীল কোথায় তোমার আঁদরের নাতনী ?

সত্য আসে পাশে কোথাও পাওয়া গেল না

নীল মানে -

সত্য হবে কোথাও এদিক ওদিক - চলে আসবে

নীল হবে মানে ? দেখতে তিন-তিনটে ঘন্টা পেরিয়ে গেল তবু মেয়েটার খোঁজ পাওয়া গেল না । আমার মন কিন্তু শুভ ঈঙ্গীৎ দিচ্ছে না -

সত্য এসব নিছক উন্মাদনা

নীল হোয়াট ? মেয়েটাকে সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না আর তুমি বলছ - এটা নিছক উন্মাদনা

সত্য এত উতলা না হয়ে আর একটু অপেক্ষা কর

নীল এত টেনসনের মধ্যে হাতে হাত ধরে বসে থাকব ? বাঃ -

সত্য মা হারা মেয়ে হয়ত মন খারাপ লাগছিল তাই আসে-পাশে কোথাও -

নীল সেই একই প্রসঙ্গ । মা - মা হারা মেন - কেন আর কোন প্রসঙ্গটাকে ভুলতে পার না ?

সত্য তুমি নিজে পেরেছ ?

নীল বাবাঃ -

সত্য সন্তানের মনের কথা বুঝতে হয় , সন্তানের প্রতি বাবার ও একটা কর্তব্য আছে

নীল অযথা সময় নষ্ট না করে মেয়েটাকে খোঁজার ব্যবস্থা কর । ওকে না পেলে আমার মাথার ঠিকে থাকবে না-

সত্য বিদূ যা তো রূপার বিছানাটা ঠিক করে দে। বিছানাটার কি হাল করে রেখেছে

বিদূ না না বিছানার মধ্যে লুকিয়ে নেই

নীল আমি বললাম মেয়েটাআকে খুঁজতে তা না করে বিছানা

(বিদূ বিছানাটা ঠিক করতে থাকে)

বিদু রিল্যাক্স নীল । রূপা ঠিক এসে যাবে

নীল সান্তনা দিচ্ছ ? হুঃ । ওটা বৃথা প্রয়াস । আমি আর কারো কথা মানতে নারাজ । এখন আমাকেই সব ব্যাবস্থা করতে হবে । আমি একটু নীচে থেকে আসছি ।

(নীলের প্রস্থান)

বিদূ দাদু এখন কি হবে ?

সত্য চিন্তা তো আমরও হচ্ছে , তবে কি জানিস রূপা কোথাও যাবে না । এমন কোথাও আছে যা আমরা জেনেও জানতে পারছি না ।

বিদূ ওর তো ওর বাবার ওপর যত রাগ । আমরাতো ওর প্রিয়ভাজন আমাদেরকে বলে গেলেই পারত

সত্য তোর মত বুদ্ধি যে ওর নেই তাই । এখন তোর ওই ভজন ভাজন ছেড়ে বিছানাটা ঠিক কর -

(বিদূ বিছানা ঠিক করতে শুরু করে । সত্য ভাবুক মনে পরমার ফটোর সামনে এগিয়ে যায় ।)

সত্য (জানাতিকে) মায়ের মত মেয়েও নাঁচ পাগল - একটু চঞ্চল । সব ঠিক হয়ে যাবে

(কথার খেই ধরে প্রবেশ করে নীল)

নীল কার কথা বলছ ? ওঃ তুমিও সেই একই - এ জন্যই বলেছি ওই ফটোটা এ ঘর থেকে সরিয়ে দিতে - বিদূ

সত্য না -

নীল না কেন ?

সত্য ওই ফটোর মধ্যেই রূপা তার মাকে খুঁজে পায় - ও ওর মায়ের সাথে কথা বলে -

নীল ওঃ এত দূর এগিয়েছে বুঝি । বি-দূ -

সত্য থাক । আমি নিজেই সরিয়ে দেব -

নীল আমার মোবাইলটা কোথায় গেল (নিজের পকেটে খোঁজে) এই তো পেয়েছি । থানায় খবর দেওয়া দরকার

সত্য পুলিশে খবর দেওয়াটা কি প্রয়োজন ?

নীল হ্যাঁ । হারান ব্যাক্তির সন্ধান চাই । আমার মেয়ে হারিয়ে গেছে

সত্য পুলিশে খবর দিলে সব জানাজানি হবে । আর তাতে পরিবারের মিথ্যা কলঙ্ক ছড়াবে

নীল মিথ্যা কলঙ্ক ? যা সত্য তাই হবে । পালিয়ে যাবে কোথায় ? শাপের পাঁচ পা দেখছ দেখাচ্ছি মজা

(মোবাইলে ডায়েল করতে ব্যস্ত হয়)

সত্য আর একবার ভেবে দেখলে পারতিস

নীল ব্যাস । অনেক হয়েছে -

সত্য শত হোক মেয়ে বলে কথা । তাছাড়া এ বাড়ির মান সন্মানটা এর সাথে জড়িত

নীল মান ? মানের আর কি রেখেছে (বলতে বলতে ফোনটা কানে দেয়) হ্যালো । পুলিশ ষ্টেশন ? একটা মিসিং রিপোর্ট লিখুন -

নেঃ পুলিশ আপনি কে বলছেন ?

নীল আমি মেয়ের বাপ

নেঃ পুলিশ আপনারই মেয়ে পালিয়েছ তাইতো -?

নীল আপনি জানলেন কি করে !

নেঃ পুলিশ জানতে হয় । থাক ও সব কথা পরে হবে । আমরা আপনার দোড়গোড়ায় প্রায় । একটু অপেক্ষা করুন এই পৌছলাম বলে বুক মনে

(নীল ভাবুক মনে ফোনটা কান থেকে সরিয়ে নেয়)

নীল আশ্চর্য্য ব্যাপার ! আমি ফোন করার আগেই পুলিশ কে ফোন করে বলা হয়েগেছে । কে করল ?

(নীল বিদূর দিকে লক্ষ্য করতেই বিদূ ভ্যাব্যাকা খেয়ে বলে -)

বিদূ না না । আমি না -

(এমন সময় বাড়ির কলিং বেল বাজে)

বিদূ ওরে বাবা পুলিস । যাই দরজা খুলে দিয়ে আসি -

(বিদূ দ্রুত প্রস্থান করে । নীল রাগে ঘরের মধ্যে পাইচারী করে । সত্য উদ্দ্যেশ্যহীন ভাবে চেয়ে থাকে । এমন সময় বিদূ সাথে একজন পুলিশ অফিসার)

বিদূ আসুন আসুন । এই যে উনি (নীলকে দেখিয়ে)

পুলিশ ওঃ আপনি মেয়ের বাবা। (বিদূকে দেখিয়ে) এটা কে ? নিশ্চয়ই এ বাড়ির চাকর । আগে আমি ওকে এ্যারেষ্ট করব

বিদূ ও দাদু (ভয়ে দৌড়ে সত্যের কাছে যায়)

সত্য কেন ? ওকে কেন এ্যারেষ্ট করবেন ?

পুলিশ আপনার পরিচয় ?

নীল উনি আমার বাবা

সত্য অর্থাৎ পলাতক মেয়ের দাদু

সত্য আমাদের মেয়ে পালায় নি

পুলিশ আচ্ছা । মেয়ের বাবা বলছে পালিয়েছে আর আপনি মানে মেয়ের দাদু বলছে পালায় নি । এক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে

সত্য কোন রহস্য নেই । আমাদের মেয়ে এক্ষুনি ফিরে আসবে

পুলিশ এত দৃঢ়তার সাথে বলার কারণটা জানতে পারি

সত্য কারণ ওর বাবার চাইতে আমি ওকে বেশী চিনি । ও এ ধরনের মেয়ে নয় -

পুলিশ হতে পারে । কিন্তু কারো প্রলোভনে আই মিন কারো প্রভোগে মেয়েটা এমন কাজ করেছে । ওর কোথাও কোন বয়ফ্রেনড আছে কি ?

বিদূ আমি আছি -

পুলিশ স্ট্রেন্জ । শেষে বাড়ির চাকর এ বাড়ির মেয়ের --

নীল দিসিজ অল ভোগাস

বিদূ হ্যাঁ । রূপা দিদি আমায় বন্ধু বলে ডাকতো

নীল উইল ইউ স্টপ্

পুলিশ মিঃ ফাদার - আপনি সরকারী কাজে বাঁধা দিচ্ছেন । দেখুন বাড়ির চাকররাই এসব কাজের উৎস হয় , তাই-

সত্য মাফ করবেন । ও এ বাড়ির চাকর হলেও ও এমন কাজ করতে পারে না -

বিদূ দাদু ঠিক বলেছে

পুলিশ স্যাট আপ্ । (পুলিশ বিদূর কাছে গিয়ে তাকে সন্দিগ্ধ ভাবে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে)

নীল মিঃ পুলিশ এ বাড়ির একটা আভিজাত্য আছে

পুলিশ যে বাড়ির মেয়ে পালায় ?

নীল (উত্তেজিত ভাবে) আমি নীল চ্যাটারজী ফেমাস পারফরমার পরমা চ্যাটারজীর স্বামী

পুলিশ হাইউ স্ট্রেনজ্ ! আপনিই নীল চ্যাটার্জী । কিন্তু যে বাড়ি নাচে এত ক্ষ্যাত সে বাড়ির মেয়ে নাঁচের তাড়নায় পালিয়ে গেল কেন ?

নীল না মানে আপনি এসব -

পুলিশ না না ভেরি সিমপিল্ । শুধু বলুন হ্যাঁ কি না

নীল হয়ত তাই

পুলিশ আই ওয়ান্ট ফার্ম রিপলাই । নো যদি- মোদি । ওকে ?

বিদূ নাঁচতে মানা বলে রূপা দিদির রাগ

পুলিশ এই তো এতেই প্রমাণিত হয় যে মেয়ের প্রতি অত্যাচার হয়েছে আর এর জান্য নীলবাবু আপনাকে আমি এ্যারেষ্ট

নীল হোয়াট ?

পুলিশ পুলিশের লাঠি পড়লে হোয়াটটা ভ্যাট হয়ে হয়ে যাবে । দেখবেন তখন সব গল গল করে বেড়িয়ে আসবে

নীল (ব্যাঙ্গত্বক সুরে) অতী উত্তম (হাততালি দেয়)

পুলিশ ব্যাঙ্গ করছেন ?

নীল উহুঁ । অঙ্ক কষছিলাম -

পুলিশ ফুলিশ । পুলিশেরা অঙ্ক কষে না । অঙ্ক সমাধান কে । বুঝলেন মশাই ? এবার বলুন তো আপনি আপনার মেয়ের প্রতি অত্যাচাআর কেরেছেন এ কথা আপনি স্বীকার করছেন -

নীল এ তো মহা সমস্যা । একেতে মেয়ে হারিয়েছে তার ওপর ওনার লাঞ্ছনা

পুলিশ সরি । হারান নয় বলুন পালান । আর আপনার অত্যাচারে মেয়েটা পালাতে বাধ্য হেয়েছে । কথাটা স্বীকার করলেই সব মিটে যায় -

বিদূ স্বীকার করলেই হবে স্বীকার উক্তি । আর স্বীকার উক্তি মানেই হাতে কড়া - তাই না পুলিশ স্যার -

পুলিশ স্যাট আপ্

সত্য দেখুন

পুলিশ ওঃ কেন বার বার ইনটারাপ্ট করছেন । ঠিক আছে বলুন কি বলতে চান -

সত্য আমার ছেলেটার মনটা তার পত্নী বিয়োগে বিষন্ন তার উপর যে কারণেই হোক মেয়েটাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে বাবা হয়ে সে মেয়ের প্রতি অত্যাচার করেছে -

পুলিশ ওঃ তাহলে আমি ভুল শুনেছিলাম

নীল মানে আপনি সব শুনেছেন ? কি শুনেছেন ? কে বলল ?

পুলিশ প্রশ্ন নয় । ওনাকে দেখুন । একজন বাবা কেমন করে তার ছেলেকে প্রটেক্ট করছে আর আপনি নিজের মেয়েকে -

সত্য এই যে - আমার কথা বিশ্বাস করুন

পুলিশ এখানে (হাতের লাঠি দিয়ে বুক পকেটের উপরটা দেখায়) - নামটা এখানে লেখা আছে -

সত্য মেন রাখব

পুলিশ ঠিক । আর এটাও ঠিক যে আপনি মিথ্যা বলছেন না - এটা মেনে নিলাম । কিন্তু পুলিশের ও তো আদপ কায়দা

আছে আর মানতে সেটা মানতে হয় (একটু ভেবে) আপাতত মেয়ের একটা ফটো আমায় দিন আমি তা দিয়েই পলাতক মেয়েএর সন্ধান এনে দেব

সত্য যদি পলাতক বলে পরিচয় দেন তাহলে ওর মা এর আত্মার প্রতি অবিচার হবে

পুলিশ আরে বাবা সব কিছু তেই যদি বাঁধা দেন তাহলে আমি কাজ করি কি করে । আবড়ির চাকরকে এ্যারেষ্ট করা যাবে না - অত্যাচারী বাপকে

নীল স্যাট আপ্

পুলিশ উই স্যাট আপ্

নীল আমি অত্যাচারী নই তাছারা বাবা যে বললেন

পুলিশ গুড্ । এমনি ভাবেই বাবাকে সন্মান দেবেন । উনি শুধু একজন সিনিয়ার সিটিজেন এবং বাবা -। ওনার সন্মান রক্ষার্থে আপাতত আমি মেয়ের ফটোতেই ক্ষান্ত হচ্ছি - ওকে -?

নীল থ্যাঙ্ক ইউ -আপনাকে -

পুলিশ নামটা এখানে লেখা আছে (হাতের লাঠি দিয়ে দেখায়) ।দিন দিন ফটোটা দিন । অযাথা আমার সময় নষ্ট হচ্ছে-

(এমন সময় নেপথ্য থেকে নূপুরের শব্দ শোনা যায় । সবাই হতভম্ব হয়ে বাইরে দিকে চায়)

পুলিশ নূপুরের শব্দ ! এ সময়ে নাচ ! একটাকি পলাতকের পলায়নের ক্লু !

(নূপুরে শব্দ থেমে যায়)

সত্য সবাই চুপ !

বিদূ রাম - রাম -

পুলিশ চুপ - (নেপথ্যে আবার নূপুরের শব্দ শোনা যায় ।সবাই আশ্চার্য্যান্বীত ভাবে একে অপরের দিকে চায় । সত্য ধীরে ধীরে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়)

নীল বা-বাঃ

(সত্য মুখে আঙ্গুল দিয়ে চুপ থাকতে ইসারা করে। নূপুরের শব্দ তীব্র থেকে তীব্র হতে থাকে । সত্য নিজের শরীরটাকে বাইরের দিকে ঝুকিয়ে ভালভাবে দেখার চেষ্টা করে)

সত্য রূপা - !

নীল কোথায় রূপা -!

পুলিশ স্টপ্ - স্টপ্ ইট্ । যে জার যায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন । দেখাদেখির কাজ পুলিশের । সরুন আমি দেখছি

সত্য আয় ! আয় দিদিভাই -

নীল রূপা-

বিদূ রূপা - দিদি - (রূপা প্রবেশ করে নূপুর খোলার চেষ্টা করে)

পুলিশ থাক থাক নূপুরটা না খুললেও চলবে । নাঁচ কেমন হল ?

সত্য মানে ? আপনি ওর নাঁচ -

পুলিশ হ্যাঁ । আমি ওর নাচের ভক্ত

নীল আপনি ওকে চেনেন ?

পুলিশ হ্যাঁ । ও আমার মেয়ের বান্ধবী । আমার মেয়ের কাছ থেকেই সব কথা জেনেছি আর আজ কি কি হতে চলেছে তাও জানতাম । তাইতো আপনার টেলিফোনের অপেক্ষায় ছিলাম । টেলিফোন পেলাম আর চলে এলাম ।নীল বাবু এ যাত্রায় আপনি রেহাই পেয়ে গেলেন । দেখবেন আর যেন এমন না হয়-

সত্য না না আর হবে না

পুলিশ আপনারা আপনাদের পলাতক মেয়ের সন্ধান পেয়ে গেলেন । এবার আমার ছুটি -

রূপা কাকু একটু চা

পুলিশ তুই এনট্রি নিতে এত দেরী করলি কেন ? হ্যাঁরে নাঁচ হয়েছে ? মন খুলে নেঁচেছিস -

রূপা (লজ্জায় মাথা নত করে) হ্যাঁ

নীল মানে নাঁচ - এই বাড়িতে !

পুলিশ হ্যাঁ । নাচ । এ বাড়িতে নাচে আপনার আপত্তি তাই আপনার চোখের আড়ালে ছাদে ভোরে সূর্য্যের আলোর মধুর ছোয়ায় ডুপা নাঁাচ প্রাকটিস করছিল । এটা অবশ্য আমার বুদ্ধি । ও যখন নাচে মগ্ন তখন আপনারা ওকে না পে ওকে পলাতক ভেবে থানায় খবর দিলেন । ও একটা মেয়ে -পলাতক পরিচিতির ছাপ লাগলে মেয়েটার ভবিষ্যত কি হত একবার ভেবেছিলেন? ধন্য আপনারা -এমনটি ঘটতে পারে তার পূর্বাভাস আমার মেয়ে আমায় জানিয়ে রেখেছিল তাই -

সত্য (সত্য কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে) উঁহুঁ - হুঁ-

রূপা দাদুভাই ! (রূপা সত্যের কাছে গিয়ে শান্তনা দেয়)

পুলিশ একি আপনি কেন কান্দছেন ।

সত্য আমাদের ঘরের মেয়ের জন্য আমরা কিছু করতে পাড়লাম না - অথচ আপনি

পুলিশ কি জানেন । আমরা পুলিশ । আমরা চোর ছ্যাচোর নিয়ে কাজ করি । ওদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার অবকাশ কোথায় । কিন্তু যখন কোন পারিবারিক সমস্যা আসে আমরা তখন নিজের মত করে ভাবি । তাই আমার আজকের এই আচরন । ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করে দেবেন -

রূপা কাকু একটু চা -

পুলিশ অনেক্ষণ থানার বাইরে আছি - ওদিকে হয়ত -। চলি কাকাবাবু । এই যে বিদূষক -

বিদূ ওই নামটা কেন ?

পুলিশ ওঃ । তা বিদূ বাবু তোমার বান্ধবি এসেগেছে

রূপা এ বাড়িতে ওই আমার বন্ধু । ও আমার খুব খেয়াল রাখে

বিদূ কি বলেছিলাম না আমি রূপা দিদির বন্ধু

পুলিশ গুড্ । খুব ভাল লাগাল । আরও ভাল লাগল যে সবার জ্যামে ফেসে থাকা মনটা খোলা রাস্তায় চলে চায় জেনে -

নীল দেখুন আমি কিন্তু নাঁচকে -

পুলিশ আর কিছু বলার অবকাশ রাখে । দেখবেন মেয়ে যেন সত্যি সত্যি না পালায় - চলি - বাই -

(পুলিশ সবাইকে হাত নাড়িয়ে বিদায় নেয় । তাকে অনুসরন করে সত্য আর বিদূ প্রস্থান করে । সেমুহূর্তে নীল প্রস্থান করতেই রূপা ঘরের দরজা সজোরে বন্ধ করে। নেপথ্য থেকে সবাই ডাকতে থাকে কিন্তু রূপা কোন কিছুতে সারা না দিয়ে মানসিক যন্ত্রনায় কাতর হয়ে দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে মঞ্চে দাঁড়িয়ে থাকে)

রূপা আমি আর পারছি না মা- আর পারছি না । আজ আমাকে একটু কাঁদতে দাও - আজ ভরে যাক ক্রনদনের ধ্বনিতে । আমায় তুমি ক্ষমা করে দিও -

(কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । মঞ্চের আলো ধীরে ধীরে নিভে যায়। মঞ্চ অন্ধকার । সময় তখন মধ্য রাত। নেপথ্য থেকে অল্প ঝিঝি পোকার ডাক শোনা যায় । পরমুহূর্তে মঞ্চের আলো জ্বলে । বিছানায় শয়নরত রূপা । সে নিদ্রায় মগ্ন ।তার পায়ে নূপুর বাঁধা রয়েছে। এমন সময় নেপথ্য থেকে ভেসে আসে পরমার কণ্ঠ)

নেঃ পরমা রূ-পা । রূপা -

রূপা (চকিত ভাবে উঠে বসে) কেঃ -! কে যেন ডাকল আমায় !

নেঃ পরমা আমি । আমি তোর মা - রূপা -

রূপা মাঃ - কোথায় ! কোথায় তুমি । তোমায় দেখতে পারছি না কেন মা !

(পরমা দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়)

পরমা এইতো । এইতো আমি

রূপা মাঃ - (রূপা দ্রুত গিয়ে পরমার কাছে যায়)

রূপা এখানে নয় । এস ভিতরে এস । আমার কাছে এস (রূপা পরমার হাত ধরে খাটে বসায়)

পরমা দেখতো মেয়ের কান্ড - এরকম টানা টানি করলে কি আমি পারি ।

রূপা তুমি এখানেই বসবে । আমার কাছে বসবে । মা গো এবার আমি তোমার সাথে যাব

পরমা সাট বালাই । এ কথা বলতে নেই

রূপা আজ তোমার কোন নিষেধ শুনব না - প্রত্যেকবার তুমি হেসে উড়িয়ে দেও

পরমা ঠিক যেমনটি ছিলি তেমনটি আছিস

রূপা তুমিতো বল সন্তানরা বড় হলেও মা-বাবার কাছে ছোটই থাকে -

পরমা সে তো স্নেহ আর মমতার দৃষ্টির কারণে-

রূপা সে তুমি যাই বল মা - এবার আমি ঠিক তোমার সাথে যাবই

পরমা তা কি হয়রে মা -

রূপা আমি যে এই বন্ধ ঘরে আবদ্ধ হয়ে আর থাকতে পারছি না -

পরমা তাই বলে বাড়িতে পুলিশ আনাবি

রূপা পুলিস -! ওঃ তুমি -

পরমা আমি সব জানি

রূপা কি করব বল -এত নিষেধ । এত বাঁধা-ধারা নিয়ম -অতিষ্ট আমি । তাই নিজের মনের মত কিছু করার উপায় ওটা । ওটা অমার বান্ধবীর বুদ্ধি । সে যাই হোক - আজ আমি মনের মত করে নেঁচেছি ।তুমি খুশি হও নি

পরমা নিশ্চয়ই খুশি হয়েছি । খুব খুশি হয়েছি -

রূপা জান মা - তুমি যে বলতে দর্শকের ভিড় না হলে নাচে মজা আসে না । জান আজ কারা আমার দর্শক ছিল ?

পরমা (সহাস্যে) -কারা ?

রূপা আকাশ আর সূর্য্য

পরমা আকাশ - সূর্য্য -। পাগলী মেয়ে -

রূপা হ্যাঁ তাই । আমার নাচ দেখে আকাশ আর সূর্য্য যেন মেতে উঠেছিল । একদিকে শীতল আকাশের মৃদুমন্দ বাতাস অন্যদিকে সূর্য্যের ভোরের সেই রক্তিম আলো । এই দুই এর মিলনে যেন সৃষ্টি হয়েছিল এক আবেগপূর্ণ পরিবেশ। সে আবেগে আমি বিভোর হয়ে ভেসে গিয়েছিলাম এক রূপ কথার দেশে - যেখানে ছিল শুধু নাঁচ আর নাঁচ । আবেগে আত্মহারা হয়ে নেচেই চলেছিলাম শুধু নেচেই চলেছিলাম । ব্যাস তারপর -

পরমা তরপর নিখোঁজ মেয়ের সন্ধানে পুলিশের তলব -

রূপা হাঃ হাঃ । পুলিশের তলব । জান সে কি মজা হয়েছিল ।

পরমা মজা । কি মজা হয়েছিল - (ম্লান হাসি হেসে)

রূপা তুমি হাসছ ।- তোমারও তো সখ ছিল নাচে মাতিয়ে দেবে সবাইকে

পরমা ছিল । আমারও সখ ছিল । স্বপ্ন দেখতাম নাচের পারদর্শীতায় মাতিয়ে দেব সবাইকে -

রূপা তবে কেন সব থেমে গেল মা । কেন বাজে না আর সেই নূপুরের ঝঙ্কার -কেন কেন থেমে গেল সব

পরমা থামেনি ওরা থামিয়ে দিয়েছে -

রূপা কে থামিয়ে দিয়েছে ? মা তুমি চুপ করে আছ কেন ? বল মা - বল । থামলে কেন

পরমা কেন সেই পুরান যন্ত্রনার কথা স্মরণ করিয়ে আমায় কষ্ট দিচ্ছিস ?

রূপা মাঃ -

পরমা আমার অতৃপ্ত বাসনা তুই না হয় পূরণ করিস

রূপা কিন্তু বাবা যে বলে নাঁচ আমাদের জন্য অভিশপ্ত

পরমা নাঃ । নাঁচ অভিশপ্ত নয় । নাঁচ আমার সাধনা - নাঁাচ পূজা - নাঁচ সৃষ্টির ধারা । এ যে আমার আত্মার বন্ধন , আমি এতেই খুঁজে বেড়াই আমার শুখ - আমার শান্তি -। কিন্তু যারা আমার পথের কাঁটা হয়ে আমার স্বপ্নের গলা টিপে মেরেছে তাদের আমি ক্ষমা করতে পারব না - কিছুতেই না

(পরমা কথাটা বলতে বলতে বিষন্নতা ভরা মনে দাঁড়িয় থাকে)

রূপা মা - মাগো - আমি তোমার মনে কষ্ট দিতে চাই নি

পরমা মনের সখকে পুরণ না করতে পারায় তুই যে মনে কষ্ট পাচ্ছিস

রূপা কেন বাবা নাঁচের কথা শুনলেই উত্তেজিত হয় , বলতে পার ?

পরমা যে একবার কিছু হারায় সে আর কিছু হারাতে ভয় পায়

রূপা আমি অতশত জানিনে - আমি তোমার মত নাঁচতে চাই

পরমা নিশ্চয়ই নাঁচবি - অনেক অনেক নাঁচবি

রূপা (খুশিতে) অনেক অনেক -নাঁচবো

পরমা তুই আমার মত নাঁচে পারদর্শী হবি । কিন্তু ভয় পাবি না কোন বাঁধাকে -প্রতিরোধ বীনা প্রতিকার হয় না

রূপা আমি ভয় পাইনা মা । দেখবে আমি তোমার মতই নাঁচব । অনেক অনেক নাঁচব - । মাগো এস না আজ আমরা এক সাথে নাঁচি । সেই আগের মত তোমর তালে তাল মিলিয়ে -ছন্দের লয়ের ঝড় উঠিয়ে হারিয়ে যাব মোরা এক অনন্তে । এস না মা -

পরমা এখনও তোর ছেলেমানুষি গেল না

রূপা সেই ছোট বেলায় যেমন করে তুমি আমার হাত ধরে নাঁচ শেখাতে তেমনি করে মোরা দুজনায় নাচব । আমরা নাচব ওরা দেখবে - দেখবে সবাই - এ বাড়িতে আবার বাজবে নূপুরের হুঙ্কার -। - এস এস মা । এ বাড়িতে আবার শুরু হোক নৃত্যের নব চেতনা - শুধু নাচ আর নাচ । হাঃ হাঃ -

(রূপা মনের আবেগের উন্মাদনায় মেতে ওঠে নাচের তালে । নেপথ্য থেকে ভেসে আসে নাচের তালের যন্ত্র সংগীত ।)

পরমা (আবেগে) নাচ রূপা নাচ । আজ তোর নাচের দিন । মনে ভরে নাচ । যত খুশি নাচ । নাচ রূপা নাচ-

(নেপথ্য বেজে চলেছে নৃত্যের তালে যন্ত্র সংগীত । নাচতে নাচতে রূপা বেসামাল হয়ে যায় । পরমা এক হাতে শাড়ির আঁচল এগিয়ে ধরে । আঁচল ধরে নিজেকে সামলায় । রূপা মায়ের পাদদেশে বসে মায়ের কোলে মাথা রাখে)

রূপা আঃ । কতদিন পর পেলাম মায়ের আঁচল । এ যেন মমতায় ভরা । এই আঁচলে আছে শুখ , আছে শান্তি । মায়ের মমতার ছোয়ায় হারিয়ে গেছে সব ক্লান্তি - সব দুঃখঃ -। মাগো তোমার সেই গানটা গাও না -

পরমা শোন মেয়ের কথা । এটা কি গানের সময়

রূপা গাও না মা । তোমায় গাইতেই হবে - গাও

পরমা বেশ । (গানের সুরে) 'বসন্তে ফুল গাথলো আমার জয়ের মালা বইল প্রাণে দক্ষিণ হাওয়া - আগুন জ্বালাও .....'

(পরমা গান শুরু করলে রূপা খুশির আবেগে পরমার দিকে চেয়ে থাকে । ক্রমশ রূপা গানের তালে তালে পায়ে তাল দিতে থাকে । এরপর আবেগে নাচতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে নাচে মত্ত হয়ে যায় রূপা । সেই মুহূর্তে পরমা ধীরে ধীরে অন্ধকারে হারিয়ে যায় । নেপথ্যে যন্ত্র সংগীতের আওয়াজটা একটু জোড়ে হতে থাকে । মঞ্চের আলো নিভে যায় ।

পরমুহূর্তে আলো জ্বললে দেখা যায় মঞ্চের মাঝে একটা চেয়ার । নেপথ্যের যন্ত্র সংগীত বেশ তকনও জোড়ে বাজতে থাকে। ভীতভাবে প্রবেশ করে বিদূ । ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে ভী মতে মনে বলে)

বিদূ ঘরে কেউ নেই তবু বেজে চলেছে মিউজিক । তাও আবার গাঁ গাঁ করে । আজ নিশ্চিৎ ঘটবে অঘটন । আর তখন আমার হবে মরণ । ওরে বাবা এখন কি করি - রাম - রাম - রাম -

(বিদূ ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসে । নেপথে তখনও বেজে চলেছে যন্ত্র সথগীত ।বিদূ ভয়ে দুকান হাত দিয়ে চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে বসে থাকে । এমন সময় নূপুরের ছন্দে ছন্দে প্রবেশ করে রূপা । খুশি মনে রূপা নাচের ভঙ্গীমায় বিদূর চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়ায় । নেপথ্য তখন হাল্কা ভাবে বেজে চলেছে যন্ত্র সংগীত ।)

রূপা (আবেগের সুরে) বি-দূ । বিদূষক -

বিদূ কে ডাকলো - আমায় ওই নামে কে ডাকলো

রূপা বিদূষক চোখ খোল

বিদূ ঠিক মায়ের মত । মা যেমন আদর করে ওই নামে ডাকতো ঠিক তেমন করেই ডাকলো

রূপা বিদূষক চোখ খোল দেখ কে দাঁড়িয়ে -

(বিদূ কান থেকে হাথ সরিয়ে ধীরে ধীরে চোখ খোলে)

বিদূ একি তুমি ! এই পোষাকে -! পায়ে নূপুর

রূপা আজ আমি নাচের অভ্যাস করছি । আমায় কেমন লাগছে বল

বিদূ নাচ । রাম রাম রাম -প্রানে বাঁচলে হয়

রূপা কি সব বলছিস

বিদূ বাড়ির বাকি লোকেদের কথা ভেবেছ ?

রূপা আর ভাবাভাবি নয় । এখন থেকে শুধু নাচ আর নাচ

(বিদূ তরিৎ বেগে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ায়)

বিদূ সেকি !

রূপা হ্যাঁ তাই । আজ আমার স্কুলের নাচের শো আছে । আমি নাচব । মা আমাকে বলেছে নাচতে -

বিদূ মা ! মানে -!

রূপা হ্যাঁ - মা এসেছিল

বিদূ মা এসেছিল মানে ! ওরে বাবা রাম রাম-

রূপা (ভাবুক মনে) মা বলেছে নাচতে । অনেক অনেক নাচতে । মন ভরে নাচতে । যত ইচ্ছা নাচতে । আমি নাচবো দেখবে সবাই । ওরা উল্লাসে বলবে যেমন মা তেমনই তার মেয়ে - নাচ আরো নাচ

(রূপা কথা বলতে বলতে নাচের ভঙ্গীমায় শরীরের অঙ্গ দোলাতে থাকে)

বিদূ আর আমার হবে অগ্নি-পরীক্ষা -

রূপা আর আমার হবে খুশির মহরা । আমার স্বপ্ন পূরনের এক মহান মুহূর্ত । মায়ের আশীষের পরিণাম । আমি নাচব আর নাচব । মানব না কোন বাঁধন - মানব না কো শাসন - হাঃ হাঃ-

বিদূ (সন্তর্পনে বলে) আস্তে - আস্তে বল । যদি একবার হুঁ - হুঁ - তাহলে

রূপা কিসের ভয় । কিসের দ্বিধা । মা বলেছে না পাওয়াকে পেতে হলে লড়তে হবে । এখন না হয় তারই পরীক্ষা হবে চল প্রস্তুত হয়ে যা বিদূ -

বিদূ পরস্তুত ! ওরে বাবা -

রূপা হ্যাঁ প্রস্তুত । (গর্বের সাথে -আবৃত্তির ভঙ্গীমায়) নাই নাই ভয় হবেই হবে জয়

বিদূ জান তোমার কথা শুনে আমার একটা গান গাইতে ইচ্ছে করছে । এটা আমার মা আমায় শিখিয়ে ছিল- গাইব ?

রূপা বেশ তো গান গা -

বিদূ গাই হ্যাঁ । বহুদিন পরে তো তাই ভয় ভয় করছে । গাই হ্যাঁ -(গান শুরু করে) মা আ- গো তোমার ভাবনা কেন । ভয় নেই মা ভয় নেই ---

(রূপা পলকহীন ভাবে বিদূর দিকে চায় । পরমুহূর্তে সেও আবেগে নাচতে শুরু করে । বিদূ তাতে উৎসাহিত হয়ে আরো আবেগের সাথে গান গাইতে থাকে ।

বিদূ (গান) ‘মা-আ-গো ভাবনা কেন
আমরা তোমার শান্তিপ্রিয় শান্ত ছেলে
তবু শত্রু এলে অস্ত্র হাতে ধরতে জানি
তোমার ভয় নেই মা আমরা প্রতিবাদ করতে জানি -

(রূপা আর বিদূ , দুজানয় আবেগে বিভোর । তারই বসে দুজনায় একে অপরের হাত ধরা-ধরি করে নাচতে নাচতে প্রস্থান করে । নেপথ্যের মিউজিক বাজতে থাকে । এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে সত্য । ঘরে কাউকে দেখতে না পেয়ে বিচলিত)

সত্য ঘরে কেউ নেই তবু গা গা করে গান বেজে চলেছে । ওরা কি জানে না যে এ বাড়িতে নাচ গান বন্ধ । (উত্তেজিত ভাবে) বন্ধ কর এসব গান বাজনা

(নেপথ্যে মিউজিক বন্ধ হয় । নিস্তব্দ সব । মঞ্চের আলো সামান্য কম হয় । এমন সময় সাদা শাড়ি / লাল পেড়ে শাড়ি পরনে মঞ্চের এক প্রান্তে দাঁড়ায় । তাকে আলোর অভাবে অসপষ্ট দেখা যায় । ধীর শান্ত তথা মমতায় ভরা কণ্ঠে পরমা বলে -)

পরমা এ যে উদ্দীপ্ত প্রদীপের দীপ্ত শিখা । একে বন্ধ করা যায় না

সত্য কে ঃ ! এ কার কণ্ঠ । আমি দেখতে পারছি না কেন

পরমা আমি - পরমা - বাবা । রূপাকে বাঁধা দিয়ে লাভ নেই

সত্য ওঃ । কিন্তু এ বাড়িতে যে নাচ গান সব বন্ধ

পরমা প্রতিভার বিকাশ মানে না কোন মানা

সত্য ধ্বংষকে কি আহ্বান জানান যায় ? একে প্রশয় দেওয়া যায় না

পরমা কিসের ধ্বংষ কিসের প্রশয় । এ সবই তো আমাদের সৃষ্টি । যখন আমরা উন্মাদনায় মাতি তখন হয় অনাসৃষ্টি আর

যখন তার প্রতিরোধ না করি তখন তাকে আহ্বান করা হয় । এতো বিধাতার বিধি নয় । তবে কিসের ভয় ? ওই ছোট্ট মেয়েটির কি অপরাধ ? সে তো একটু নাচতে চায় - এটাই তার বাসনা এতেই তার তৃপ্তি -

সত্য এ বাড়ির শাসন যে সে কথা মানে না -মা

নেঃ পরমা জনক -জননীর এ কথা শোভা পায়না বাবা ।তারা কেন বাঁধার কারণ হবে ? তারা উৎসাহ দেবে - বাধা বিপত্তিকে দূর করার প্রয়াস করবে । নাচ এক শিল্প - এক সাধনা । এ তো সুন্দরের পূজারী । দেব-দেবীরাও এতে উৎসাহিত হয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন । আবার বেহুলাকেও নাচে দেব-দেবীদের সন্তুষ্ট করে তার স্বামী বেহুলার প্রাণ ভিক্ষা করেছিল । যেখানে নাচের এত মহিমা সেখানে কেন রূপার প্রতি এত লাঞ্ছনা । কেন সে সাধনা থেকে বঞ্চিত হবে ? আমি চাই রূপা নাচুক । তবেই আমার অতৃপ্ত বাসনা তৃপ্তি লাভ করবে । মেয়েটার স্বপনের অকাল বোধন হতে যেন না হয় । এটাই এই মর্মাহত মায়ের নিবেদন । এবার বিদায় -

(মঞ্চের আলো স্বাভাবিক হয়)

সত্য এ আমি কি শুনলাম । একি স্নেহ না মায়া । এ বাস্তব না ভ্রম । ওঃ আমি যে বড়ই বিভ্রান্ত

(উত্তজিত ভাবে প্রবেশ করে নীল)

নীল এই যে বলি হচ্ছেটা কি ?

সত্য নীল এসেছিস - শোন

নীল এসব কিসের তান্ডব - এ বাড়িতে সংগীত এতো আমার নিষেধ । কার ধৃষ্টতা আমার নিষেধ উলঙ্ঘন করার ?

সত্য বাঁধা দিস না বাবা -

নীল তুমি বলছ নিয়মের উলঙ্ঘন করতে ?

সত্য এ উলঙ্ঘন এ এক মায়ের বেদনার প্রতিবেদন

নীল অবাস্তবে আমি সম্মতি নই

সত্য এ অবাস্তব নয়। এ এক মায়ের মর্ম বেদনা । হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিজের কানে শুনেছি

নীল পাগল হয়ে গেলে নাকি

সত্য প্রথমে তাই ভেবেছিলাম । পরে বুঝলাম সত্যকে উপলব্ধি না করাটাই মূর্খতা - এ অন্যায় -

নীল তুমি কি থামবে ?

সত্য আজ কাউকে থামাতে চাস না । আজ জাগরনের দিন -

নীল হাঃ হাঃ । জাগরনের দিন । এক জাগরনে হারিয়েছি মনের প্রিয়ভাজনকে আবার সেই জাগরন ?

সত্য সেটাকে নিয়তি বলেই মেনে নে

নীল নিয়তি নয় বল নির্মম অমানবিক অত্যাচারের পরিনতি । ..... ভুলে যাইনি সে রাতের ঘটনাকে । সে রাত আজও আমার মনের ক্ষিপ্ত শিখাকে জাগিয়ে দিয়ে যায় । তাকে আমি ভুলে যাব । তাকে নিয়তি বলে মেনে নেব । হাঃ হাঃ - (অট্ট হাসিতে মেতে ওঠে)-

সত্য (ভাবুক) ঠিক বলেছিস । সে রাতের ঘটনাকে ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না । আমিও পারিনি রে -

নীল যখন উদ্দমে চলেছে নাচ । নাচের ছন্দে ছন্দে জনতার উল্লাস আর করতালির পর করতালি ঠিক মুহূর্তে কারা যেন হুজ্জুতি শুরু করে দেয় । সেটা ক্রমশ ভয়ানক হয়ে ওঠে । সে মুহূর্তে নিভে যায় আলো । হঠাৎ ভেসে এল এক আর্তনাদ । ছুটে গিয়ে দেখি আমার পরমা রক্তাক্ত শরীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে । কজন এসেছিল সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে ? আমি ওই রক্তাক্ত শরীরের পাশে বসে নীরবে দেখলা আমার প্রিয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু । এরপরও ওই বর্বর জানোয়ারদের খোরাক আমার মেয়ে হবে ? না - এ আমি তা হতে দেব না । না না -

(বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে । সত্য তাকে শান্তনা দেয়)

সত্য শান্ত হ

নীল একদিকে তোমার চোখে জল অন্য দিকে তোমার প্রশ্রয় । যে কোন একটাকে বেছে নেও

সত্য আমার চোখের জল মায়ার -স্নেহের আর আমার প্রশ্রয় অন্যায়ের প্রতিকার

নীল অন্যায়ের প্রতিকার ? ধিক্কার জানাই এই সমাজকে যারা অন্যায় দেখেও নীরব থাকে -ওরা বোঝে শুধু আপন সত্বা এদেরকে নিয়ে করবে প্রতিকার । আগে সমাজের প্রতিকার কর

সত্য তোমাআর মন এখন এক উত্তেজনার উন্মাদনায় লিপ্ত

নীল এখন থেকে আমিও আপন সত্বাকে মেনে নিয়েছি । এটাই এখন সত্য

সত্য আমি রূপার নাচের আত্ম প্রকাশকে মেনে নিয়েছি

নীল মানে ?

সত্য ও নাচবে । নাচের শোতে সে অংশ নেবে । আমার আশীর্বাদ তার সাথে

নীল এ হতে পারে না

সত্য ওর মাও কিন্তু তাই চায়

নীল মা ? বেখেয়ালীর মত কথা বোলনা । বলেছিতো এ বাড়িতে আর নাচ হবে না । এটা আমার হুকুম

সত্য নাচ হবে এটা আমার হুকুম

নীল বাবা ঃ-

সত্য জোয়াড়ের ঢেউকে বাঁধা দেওয়া বৃথা প্রয়াস নীল । জোয়ারের ঢেউ-এ ভাঙ্গন নিশ্চিত । আজ এ বাড়িতেও এসেছে জোয়াড় । একে বাঁধা দিও না -। এযে এক মর্মাহত মায়ের অতৃপ্ত বাসনার সিদ্ধি লাভের সুচনা । একে বাঁধা দিও না - একে বাঁধা দিও না -

(নেপথ্য থেকে বিদূর কণ্ঠে ভেসে আসে 'ঘোষনা ')

নেঃ বিদূ সবাইকে জানাই প্রনাম ।। এবার আপনাদের সামনে নৃত্য পরিবেশন করবেন - কুমারী রূপা

(নেপথ্যে জনতার উল্লাস শোনা যায় । নীল ভীত হয়ে এদিক ওদিক চায়)

নীল ওই শোন সেই ঘটনার পনরাবৃত্তি । ওরা কেড়ে নিয়েছিল আমার স্বপ্নকে

নেঃ বিদূ এই সেই রূপা । আমাদের স্বনাম ধন্যা নৃত্য শিল্পী - স্বর্গীয়া - পরমাদেবীর কন্যা

নীল ওরা সর্বনাশের পথে পা দিচ্ছে । আমি শুনতে পাচ্ছি আর এক সর্বনাশের হুঙ্কার - ওদের বারন কর -

(নেপথ্য থেকে যন্ত্র সংগীতের সুর আর নূপুরের আওয়াজ)

সত্য নীল - । ওকে বইতে দেও ওর আপন মনের তড়িকে -

(সত্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধের মত কঠোর ভাবে মঞ্চের এক কোনে গিয়ে দাঁড়ায়)

(নীল ভয়ে ধীরে ধীরে সত্যের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় । ভয়ে সে চোখ বন্ধ করে দুহাত দিয়ে কান ধেকে রাখে । নীল আর সত্য মঞ্চে স্থীর হয়ে দাঁড়ায় । তাদের দিকের আলো নিভে যায় । (অফ্ - অন ফয়েস) । মঞ্চের অন্য প্রান্তে নাটকীয় ভঙ্গীমায় প্রবেশ করে বিদূ । বিদূর -দিকের আলো জ্বলে)

বিদূ (কাব্যের ছন্দে) -'ওকে বইতে দেও ওর মনের তড়িকে ' । ঠিক তাই সে আজ নৃত্যের তালে তালে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে আপনাদের সবার মনের ভাবনাকে । আসুন আমরা করি তার আহ্বান -

(বিদূ বলা শেষে স্থীরে হয়ে যয় । মঞ্চের আলো সামন্য কম হয় । বিদদূ মঞ্চের আর এক কোনে গিয়ে দাঁড়ায় । নেপথ্যে নাচের উপলক্ষ্যে যন্ত্র সংগীত বাজতে শুরু হয় । নৃত্যরত ভাবে প্রবেশ করে রূপা । তাকে দেখে জনতার হাত-তালিতে মেতে ওঠে পরিবেশ । নীল রূপার কাছে যাবার চেষ্টা করলে সত্য তাকে বাঁধা দেয় । রূপা নাঁচতে নাচতে প্রস্থান করে । জনতার উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেলে তাদেরকে শান্ত করতে বিদূ বলত শুরু করে)

বিদূ না না উতলা হবেন না । ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে যেমন বদলায় মনের আবেগ তেমনই ভাবে নৃত্যের নব নব তালে হবে আপনার আমাদের মনের বদলা -বদলি - । রয়েছি তারই অপেক্ষায় - একটু ক্ষণ । ব্যাস উনি আপনাদের সামনে এলেন বলে । ব্যাস একটু ক্ষণ -

(নেপথ্যে আবার বাজে নাচের তালে যন্ত্র সংগীত । তারই ছন্দে ছন্দে প্রবেশ করে রূপা । নাচের তালে তালে আলোর খেলায় মেতে ওঠ পরিবেশ । এমন সময় নেপথ্যে শোনা যায় জনতার হুল্লোর ।)

নেঃ জনতা বন্ধ কর এ নাচ -

(রূপা তবু নেচে চলেছে । নীত ভীত ভাবে সত্যের দিকে চায় । সত্য তাকে ইসারায় নীলকে সান্ত্বনা দেয়)

নেঃ জনতা (রুক্ষ ভাবে) আমাদের পছন্দের নাচ নাচতে হবে । নইলে নাচ বন্ধ করতে হবে । হো-ও-ও

(উত্তেজিত জনতার উল্লাস শোনা যায়)

নীল ওই ওরা এসেছে । এবার শুরু হবে ওদের তান্ডব । ওরা এমনি করেই আমার পরমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে । এবার আমার মেয়েকে কেড়ে নেবে । না না এ নাচ বন্ধ কর

সত্য নীল !

নীল ওরা আমার মেয়েকে নিয়ে যাবে

(নেপথ্যে আবার উত্তেজিত জনতার উল্লাস)

নীল (ভয়ে চিৎকার করে) রূ - পা-

(রূপা নাঁচতে নাঁচতে থমকে দাঁড়ায় মুহূর্তে সব নিঃস্তেজ । মঞ্চের সবাই স্থীর হয়ে দাঁড়ায়)

নীল কি হল তোমরা সবাই কথা বলছ না কেন । কেন সবাই নীরব হয়ে গেলে । তবে কি ... !

নেঃ পরমা নীল । ভয় পেয় না -

নীল মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছ । আমি মানি না

সত্য এ সান্ত্বনা নয় - এ মমতার বেদনায় জর্জরিত এক মায়ের প্রতিবেদন -

নীল ওরাতো বিধ্বংষী - ওরা মানবে না কোন বাঁধা

নেঃ পরমা রূপা সাধনার পূজারী । পূজার ভক্তরাই পূজারীর রক্ষা করবে -

নীল না না । আমি এসব মানি না । আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি ভয়ঙ্কর প্রলয়ের আহ্বান । আমি আর কাউকে হারালে বাঁচতে পারব না - আমি বাঁচতে পারব না

(নীলের চোখে জল দেখা দেয়)

নেঃ পরমা তুমি কাঁদছ নীল । পুরুষের লড়াই শোভা পায় - ক্রন্দন নয়

নীল আজ ক্রন্দনই শোভা পায় । যাও প্রশ্ন কর ওদেরকে - যারা অপরের সুখ-স্বপ্নকে নিমেশে নিঃশেষ করে দিতে দ্বীধা করে না । যাদের বিকৃত লালশা মানে না কারো মমতা ভরা কান্নাকে । তারা কি রেখেছে আমাদের জন্য । একটু ক্রন্দন । জানি ক্রন্দনের দুফোটা অশ্রু সমাজে দাগ কাটে না - কিন্তু বেদনা ভরা মনকে দাগকে ক্ষণিকের তরে বিলিন তো করতে পারে -

নেঃ জনতা ওরে এই সেই মেয়ে - একে নিয়ে চল আমাদের আস্তাবলে - আমরা যেমন নাচাব তেমনি নাচবে - হাঃ হাঃ-

নীল ওই শোন ওদের লালশার হুঙ্কার । আমি জানতাম এমনটা ঘটবে

নেঃ জনতা এগিয়ে চল - হো - ও -

(নেপথ্যে পুলিশের হুইসেল বাজার শব্দ তারপর তাদের হুসিয়ারী শোনা যায়)

নেঃ পুলিশ খবরদায় । কোন রকম বিশৃঙ্খলা বা অশান্তির সৃষ্টি করলে আমরা কাওকে রেহাই দেব না । এই হলে চারিদিকে পুলিশ পাহারায় তটস্থ আছে । নাচের অনুষ্ঠান যেমন চলছিল তেমন চলকবে -

(নেপথ্যে জনতার প্রতিবাদে হুঙ্কার শোনা যায়)

নেঃ জনতা আমরাও আছি । আমরা সত্যের পুজারী । আমরা ভয় পাইনা অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে । বিদায় হও বিধ্বংষীরা

(প্রবেশ করে পুলিস)

পুলিস ভয় নেই । আর কোন ভয় নেই । আমাদেরে লোকেরা কোন রকম অশান্তি হতে দেবে না । নাচ যেমন চলছে তেমনই চলবে । তুই নাচ রূপা । আজ তোকে প্রমান করতে হবে - নাচ কোন প্রলয়কে ভয় পায় না । নাচ মা - তুই নাচ

নেঃ পরমা ওই দেখ নীল - উশৃঙখল উন্মাদ জনতা পিছু হটতে শুরু করেছে

(নেপথ্যে বহু জনতার কণ্ঠ শোনা যায়)

নেঃ জনতা জয় সত্যের জয় -

নেঃ পরমা দেখ নীল - দেখ এ যে সত্যের জয় -

(জনতার হুল্লোর থেমে যায় । নেপথ্যে আবার যন্ত্র সংগীত বাজতে থাকে)

নীল দেখ মা দেখ । বিধ্বংষীরা ভয়ে পিছু হটছে - একি সত্য না স্বপ্ন

সত্য এটাই সত্য । এ রূপা দিদির সাধনার ফল -

(সত্য রূপার কাছে এগিয়ে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করে)

নেঃ পরমা রূপা - ওই দেখ সবাই তোর তরে করছে আহ্বান । ওদের প্রত্যাখান করিস না - তুই নাঁচ । নাঁচ রূপা

রূপা মাঃ -!

নেঃ পরমা আঃ আজ আমার আত্মার শান্তি পাবে । এবার আমি নেব বিদায়-

রূপা মাঃ - !

(মঞ্চের সম্পূর্ন আলো জ্বলে । মঞ্চের এক কোনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছে নীল)

নীল রূপা । আজ থেকে তুই নাচবি রূপা

রূপা বাবা ঃ -

নীল হ্যাঁরে । আমি বলছি আজ থেকে তুই নাচবি । তোর বাবা বলেছে তুই নাচবি - তুই নাচবি

(নীল বলতে বলতে তার দু চোখ জলে ভরে যায়)

রূপা বাবা । তুমি কাঁদছ !

(রূপা দ্রুত নীলের কাছে গিয়ে নীলের চোখের জল মুছিয়ে দেয়)

নীল এ আমার কান্না নয় । কান্না আমার হারিয়ে গেছে । তোর মা বলেছিল না - আমার নাকি ক্রন্দন শোভা পায় না। - লড়াই শোভা পায় । দেখ পরমা দেখ - আমার ক্রন্দন হারিয়ে গেছে । আমি লড়ব আর তোমার মেয়ে নাচবে । রূপা নাচবে

রূপা বাবাঃ !

নীল নাচ রূপা নাচ । তুই শুধু নাচবি । শুধু নাচ আর নাচ । এ নাচ হবে মন মাতান নাচ - এ নাচ হবে অন্তহীন - এ নাচ হবে বিরামহীন ।

রূপা বাবা ঃ - আমি নাঁচব -

নীল হ্যাঁ তাই । তোকে তোর মায়ের আসন নিতে হবে । এ বাড়িতে আবার হবে নাচ । বাজবে সংগীত - বাজবে নূপুরের ঝঙ্কার - ধ্বনীত হবে নাচের হুঙ্কার -আর নয় বিলম্ব -শুরু কর নাচ

পুলিস কে আছ বাজাও সংগীত । আজ হবে নৃত্যের জয় । বাজাও বাজাও জয়ের গান

(নেপথ্য থেকে নাচের সুরে যন্ত্র সংগীত বেজে ওঠে - 'বসন্তে ফুল গাথলো আমার জয়ের মালা বইল প্রানের দক্ষিণ হাওয়া আগুন জ্বালা ....' তারই তালে তালে রূপা নাচতে শুরু করে । সংগীত আর নৃত্যে সবাই মেতে ওঠে এক নতুন উদ্দমে)

নীল দেখ দেখ সবাই - আমার মেয়ে নাচছে । কিসের ভয় - কিসের যাতনা - এ তো ওর মায়ের আশীর্বাদ । নাচ রূপা নাচ । - হাঃ হাঃ (নেপথ্য থেকে নূপুরের শব্দ শোনা যায় । হতবাক সবাই । সবাই থমকে থাকে। সত্য হতবাক হয়ে উত্তেজিত ভাবে বলে)

সত্য নী - ল -(উত্তেজনার সাথে) - নীল । ওই শোন পরমার পায়ের শব্দ

রূপা মাঃ - এতো মায়ের পায়ের শব্দ । আমি জানি মা আসছে - (নূপুরের শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসে ।)

বিদূ (ভীত ভাবে) - রাম রাম -

নীল চো - প - (বিদূ প্রস্থান উদ্দ্যত হয়ে থমকে দাঁড়ায়)

(সত্য মঞ্চের সামনে এগিয়ে যায় । এমন সময় মঞ্চের এক কোনে ঘোমটা দিয়ে সবার অগোচরে পরমা এসে দাঁড়ায়)

সত্য আসুন আমরা সকলে মিলে গড়ি প্রতিবাদে প্রতিরোধ -

পরমা আমার শুভেচ্ছা রইল (নূপুরের শব্দের সাথে পরমা প্রস্থান উদ্দ্যত ।)

রূপা মা ঃ -

(মঞ্চের সবাই স্থীর হয়ে যায় । পর্দা নেমে আসে)

-----সমাপ্ত----

(হঠাৎ সবাই স্থীর হয়ে যায় । নীরব চারিদিক । মঞ্চের আলো কমে যায় । এমন সময় সব নীরবতা ভঙ্গ করে নেপথ্য থেকে ভেসে নূপুরের আওয়াজ । সে আওয়াজ ক্রমশ এগিয়ে আসে। সে মুহূর্তে লাল পেড়ে সাদা শাড়ি পরনে প্রবেশ করে পরমা । সামান্য আলোয় সে ধীরে ধীরে মঞ্চের সামনে এগিয়ে গিয়ে জনতার উদ্দেশ্যশ্যে বলে -)

পরমা আসুন আমরা সবাই মিলে গড়ি প্রতিবাদের প্রতিরোধ আর আহ্বান করি শান্তির সহবাস কে ।

(মঞ্চের সব আলো জ্বলে । পর্দা নেমে আসে)

- সমাপ্ত -